প্রধান সম্পাদক ঃ মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল

নির্বাহী সম্পাদক ঃ মোছাঃ মুন্নি আক্তার
প্রোগ্রাম ম্যানেজার
উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা।

মোঃ আহসান হাবীব
এ্যাডমিন এন্ড কমিউনিকেশন অফিসার
উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা।

প্রচ্ছদ ও ডিজাইনে ঃ
উন্নয়ন সহযোগী
উদয়ন টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট।

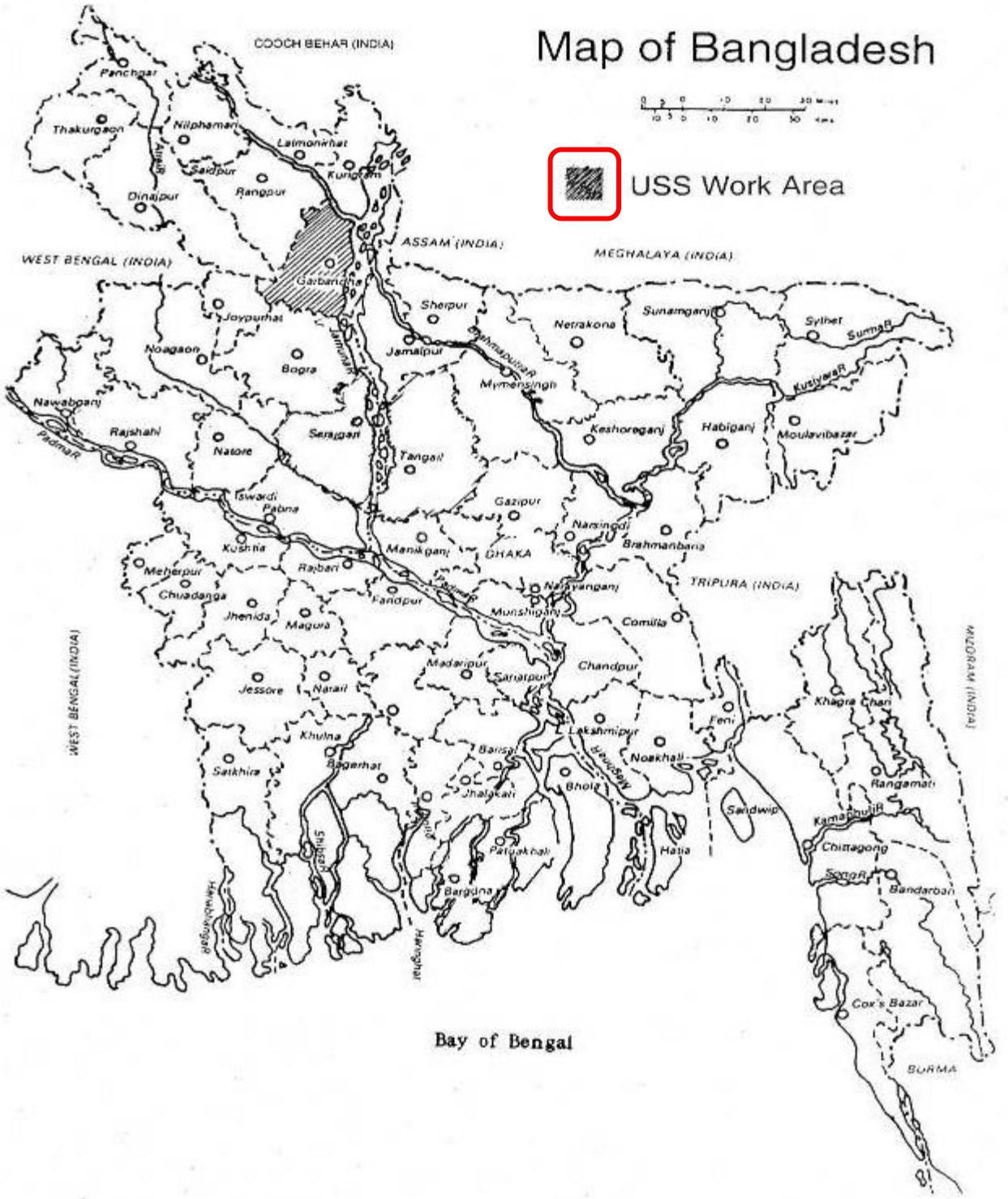
প্রকাশনায় ঃ **ডকুমেন্টেশন সেল**
উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা
পুটিমারী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

মোবাইল ঃ **০১৭১১-৪১৩৭৬৫.**

ইমেইল ঃ uss.gaibandha@gmail.com / info@udayanbd.org

ফেইসবুক ঃ www.facebook.com/ussgaibandha
ওয়েব সাইট ঃ www.ussbd.org

MAP SHOWING THE WORKING AREA OF UDAYAN SWABOLOMBEE SANGSTHA (USS)



-ঃ সূচী পত্র ঃ-

বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রচ্ছদ ---------- ১
সম্পাদনা ---------- ২
বাংলাদেশের মানচিত্রে সংস্থার কর্মএলাকা ---------- ৩
সুচীপত্র ---------- ৪
পরিচালকের দু'টি কথা ---------- ৫
ভিশন, মিশন, আদর্শ, মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্য ---------- ৬
কর্মসূচী সমূহ ঃ ---------- ৭
কর্ম এলাকা ও লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী ---------- ৮-৯
শিক্ষা, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন---------- ১০-১১
জীবন জীবিকার মানউন্নয়ন---------- ১২-১৪
জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন---------- ১৫-১৭
সুশাসন ও জনসংগঠন উন্নয়ন ---------- ১৮-১৯
স্বাস্থ্য উন্নয়ন---------- ২০
দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা ---------- ২১
বিভিন্ন সমাবেশ ও দিবস উদ্‌যাপন ---------- ২২
এক নজরে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার তথ্য ---------- ২৩
নেটওয়ার্ক সদস্য ---------- ২৪
Organogram of USS---------- ২৫
অডিট ----------

নির্বাহী পরিচালকের দুটি কথা/ভূমিকা



উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা একটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী অলাভজনক উন্নয়ন সংস্থা। আজ থেকে প্রায় ৪৩ বছর পূর্বে ১৯৭৯ সালের ১৮ মে, গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার কুখাতাইর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি। জন্মলগ্ন থেকেই প্রান্তিক ও পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে সে জীবন জীবিকা উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে-এই লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। ১৯৮১ সালে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক এবং ১৯৯১ সালে এন,জি,ও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্যসেবা, সচেতনতা বৃদ্ধি, সুশাসন, দক্ষতা উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রতিবন্ধিতা উন্নয়ন, প্রাকৃতিক ও সামাজিক দূর্যোগ মোকাবেলা, জলবায়ু সহনশীল ও চরাঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নয়নসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই উদয়নের রয়েছে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। উদয়নের কার্যক্রমকে প্রধানত তাৎক্ষনিক এবং নিয়মিত এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক ও সামাজিক দূর্যোগ মোকাবেলায় উদয়ন যেসব কাজ করে থাকে সেগুলোকে তাৎক্ষনিক ও ধারাবাহিক কর্মকান্ডগুলোকে নিয়মিত কার্যক্রম বলে। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা বিশ্বাস করে যে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সম্ভব। জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এই ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া খুবই জরুরী। ক্ষমতায়নের জন্য নারীদের আয়বৃদ্ধি, সম্পদ সমূহে অধিকার, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন এটা শুধু নারীর জন্যই নয় গোটা সমাজ এবং রাষ্ট্রের পিছিয়েপড়া মানুষেরই কল্যাণ বয়ে আনবে বলে অত্র সংস্থা বিশ্বাস করে। সুদীর্ঘ কর্ম অভিজ্ঞতায় উদয়ন অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে যে সাময়িক ত্রাণ সরবরাহ কিংবা পুনর্বাসন জনগণের উন্নয়নে স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। তাই তাৎক্ষনিক সেবা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় অতিদরিদ্রের জীবনমান স্থায়ীভাবে উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। গ্লোবাল ভিলেজের এই স্বরব সময়ে রাষ্ট্রের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার আকাঙ্খাকে গুরুত্ব দিয়ে অত্র সংস্থা দারিদ্র্যমুক্ত ও সাম্যতাভিত্তিক সমাজ গড়ার স্বপ্ন লালন করে আসছে, যেখানে সবার জন্য ন্যায়বিচার, সমতা, মানবাধিকার এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং স্থায়ীত্বশীল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, সকল শিশুর জন্য গুণগত শিক্ষা, দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র জনগণের জন্য স্থায়ীত্বশীল জীবিকায়ন নিশ্চিত করা, জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রাধান্য দিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর জনসক্ষমতা গড়ে তোলা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি-পয়:নিস্কাশন ও বিশুদ্ধতা, সুশাসন এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ, গবেষণা এবং সৃজনশীলতা এসব উদ্দেশ্য নিয়ে সরকারের গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংস্থাটি সহায়তা করে যাচ্ছে। **বিশ্বজুড়ে কোভিড ১৯ সংকট মহামারি সংকটে দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠানের যে সকল কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি সেগুলো এ বছরে বাস্তবায়নে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।**

(মো: শাহাদত হোসেন মন্ডল)
নির্বাহী পরিচালক

এক নজরে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা

ভিশন (Vision)

ন্যায় ও জ্ঞানভিত্তিক স্বাবলম্বী সমাজ প্রতিষ্ঠা

মিশন (Mission)

জ্ঞানের বিকাশ ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং স্থানীয় সম্পদ ও তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার, টেকসই জনসংগঠন তৈরী, টেকসই পরিবেশ উন্নয়ন, নারী পুরুষের সমতা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা।

আদর্শ

সাহায্য নয় সহযোগিতা প্রদান

নীতি

১. অংশগ্রহণ
২. স্বচ্ছতা
৩. জবাবদিহিতা
৪. প্রান্তিক ও প্রতিবন্ধীদের অংশীদারীত্ব
৫. শিশু বান্ধব পরিবেশ।

উদ্দেশ্য

- স্বাবলম্বী গ্রাম উন্নয়নে সুবিধা বঞ্চিত নারী -পুরুষদের ক্ষমতায়িতকরণ ও টেকসই জন সংগঠন তৈরী
- নিরক্ষরতা দূরীকরণে স্থানীয় পর্যায়ে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা এবং কার্যকরী জনঅংশগ্রহনের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত জনগণের ছেলে মেয়েদের উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সহায়তা।
- তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ।
- সকল প্রকার জেন্ডার বৈষম্য ও সহিংসতা দূরীকরণের মাধ্যমে মানুষের পারিবারিক জীবনে গুণগত পরিবর্তন আনয়ন করা।
- স্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টির জন্য সিবিও গঠনের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি করা।
- শিশু ও প্রতিবন্ধীদের ইতিবাচক অংশগ্রহন ও তাদের অধিকার আদায়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।
- দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের স্বাবলম্বীতা অর্জনে আয়-উপার্জন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। দুর্গম চর এলাকায় স্থায়ীত্বশীল জীবিকায়নে সহযোগিতা করা।
- জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাব, পরিবেশের ভারসাম্যরক্ষাকারী সম্পদের ধ্বংস রোধে পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম গ্রহন এবং নির্মল পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় গণ-আন্দোলনকে বেগবান করা।
- জনগণকে স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধমূলক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রোগমুক্ত সমাজ গঠন, সবার জন্য স্যানিটেশন ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন করা, ধুমপান ও মাদক মুক্ত সমাজ গঠন করা।
- দূর্যোগে ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরা এবং দুর্যোগ কবলিত জনগণকে স্বাভাবিক জীবন যাপনে সহযোগিতা করা।

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার প্রধান প্রধান কর্মসূচী

১. শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন

- শিক্ষাঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষায় আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে সহায়তা।
- তথ্য ও প্রযুক্তি।
- টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট
- বেসিক আইটি/আইসিটি লিটারেসি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।
- ধুমপান ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠন
- প্রশিক্ষণ।

২. জীবন জীবিকার মানোন্নয়ন

- স্বাবলম্বী কৃষি
- আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প
- হস্তশিল্প
- সম্পদ হস্তান্তর
- ভ্যালু চেইন

৩. জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন

- জেন্ডার ও উন্নয়ন
- সুশাসন
- নারী অধিকার
- শিশু অধিকার
- রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

৪. সুশাসন ও জনসংগঠন কর্মসূচী

- সচেতনতা বৃদ্ধি
- জনসংগঠন তৈরী ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেটওয়ার্কিং।
- সামাজিক নিরীক্ষা **ও এ্যাডভোকেসী।**

৫. স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচী

- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি
- পানি ও পয়:নিস্কাশন
- স্বাস্থ্য ও সেবার মানবৃদ্ধিতে এ্যাডভোকেসী।
- স্বাস্থ্য ক্যাম্প

৬. দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা

- দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি
- দুর্যোগ সচেতনতা বৃদ্ধি
- দুর্যোগকালীন উদ্ধার কার্যক্রম ও সেবা প্রদান এবং দূর্যোগ পরবর্তী পূণর্বাসন
- শিশুদের মনো-সামাজিক সুরক্ষা
- ত্রাণ ও পূণবার্সন

কর্ম এলাকাঃ

প্রতিষ্ঠার পর থেকে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা নীতি নির্ধারণী বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নোক্ত এলাকাগুলোতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

জেলা	থানা/উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম সংখ্যা
গাইবান্ধা	সাঘাটা	১। পদুমশহর ২। ভরতখালী ৩। সাঘাটা ৪। মুক্তিনগর ৫। কচুয়া ৬। ঘুড়িদহ ৭। হলদিয়া ৮। জুমারবাড়ী ১০। বোনারপাড়া	১০৫ টি
	ফুলছড়ি	১। গজারিয়া ২। ফুলছড়ি ৩। ফজলুপুর ৪। এরেন্ডাবাড়ি ৫। কঞ্চিপাড়া ৬। উদাখালী ৭। উরিয়া	৭০ টি
	গাইবান্ধা পৌরসভা	পৌরসভা	০৩ টি ওয়ার্ড
ঢাকা	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	মোহাম্মদপুর	০১ টি ওয়ার্ড
মাদারীপুর	মাদারীপুর	সাহেবরামপুর, উমেদপুর, আমগ্রাম, দত্তপাড়া, দুধখালী, মাদারীপুর সদর, মোস্তফাপুর, ঘটমাঝি , বদরপাশা, বাহাদুরপুর	
মোট ০৩	০৭ টি	১৯ টি	১৭৯ টি

লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী ঃ

উত্তরবঙ্গের নদী ঐতিহ্যবাহী জনপদের মধ্যে গাইবান্ধা জেলার সিংহভাগ জনগণই দরিদ্র ও দূর্দশাগ্রস্থ হলেও এদের মধ্যে চরম দরিদ্র, প্রতিবন্ধী, সমাজবঞ্চিত বিচ্ছিন্ন-বিপন্ন পরিবার, সুযোগ ও অধিকার বঞ্চিত, নিরক্ষর, অদক্ষ্য, কম আয় উপার্জনের অধিকারী, সামাজিক বৈষম্যের শিকার, বিশেষত নারী ও শিশু এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগকবলিত জনগণই **উদয়ন**-এর নিয়মিত কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠী। এছাড়াও সুশীল

উপজেলা	উপকারভোগীর সংখ্যা		মোট
	নারী	পুরুষ	
সাঘাটা	৮৭৫০	৫১২	৯২৬২
ফুলছড়ি	৮০১	-	৮০১
গাইবান্ধা পৌরসভা	১২৫	-	১২৫
মোহাম্মদপুর	১৭৫	১১১	২৮৬

সমাজ, স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধি, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণও **উদয়ন**-এর উন্নয়নমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত।

❖ শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন



শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা পরিবর্তনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সাঘাটা এবং ফুলছড়ি উপজেলা অধিকতর দূর্যোগ কবলিত এলাকা। এই দুই উপজেলার চর ও বাঁধ সংলগ্ন এলাকার জীবনযাত্রার মান যেমন পিছিয়ে আছে তেমনি এখানে অতিদরিদ্র পরিবারের শিশুদের মানসম্মত লেখাপড়ার সুযোগ খুবই কম। কর্ম এলাকার জনগোষ্ঠীর বড় একটা অংশকে মানসম্মত শিক্ষা ও সুবিধা বঞ্চিত রেখে টেকসই উন্নয়ন আশা করা যায় না। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক কাল থেকেই শিক্ষার সার্বিক গতিকে প্রসারিত ও বিকশিত করতে কর্মএলাকায় পিছিয়ে পড়া, সুযোগ বঞ্চিত ও বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েদের স্কুলগামী করা ও মৌলিক শিক্ষা প্রদান করার কাজ করে আসছে। প্রত্যন্ত এলাকায় উদয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, উদয়ন মহিলা ডিগ্রী কলেজ, প্রতন্ত্য চর অঞ্চলে উদয়ন আনন্দভুবন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষা ওয়াচ কমিটির মাধ্যমে অধিপরামর্শ কার্যক্রম এবং বিদ্যালয় সংশ্লিষ্টদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজী ও কম্পিউটার শিক্ষায় দূর্বলতা দূরীকরণের জন্য English & ICT in After School Club Project বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উত্তোরোত্তর বিকাশের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নানাভাবে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। কারিগরি শিক্ষা প্রসার বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদয়ন টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট এর আওতায় আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। যা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের অঙ্গীকার (ভিশন ২০২১) অর্জনে সহায়তা করছে।



প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

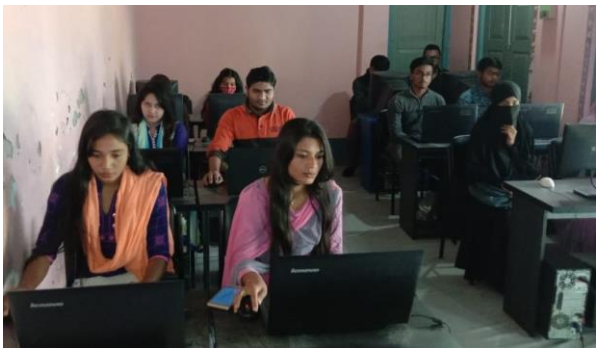
১) উদয়ন টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান।
২) প্রান্তিক জনগোষ্ঠিদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
৩) মাঠ পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠিদের তথ্য সেবা বৃদ্ধিকরণ।
৪) তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ে কারিগরি (কম্পিউটার) শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের কাজে সহযোগিতা করা।
৫) কর্ম এলাকার প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন এবং বিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সভা, মতবিনিময়, কর্মশালার মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ নেয়া।
৬) প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতার পরিবেশ তৈরি করা।
৭) শিক্ষক, এসএমসি, পিটিএ ও শিক্ষা ওয়াচ কমিটির দক্ষতা বৃদ্ধি করা ও বিভিন্ন পর্যায়ে এ্যাডভোকেসি করা।
৮) উদয়ন টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট



কর্মসূচির এ্যাপ্রোচঃ

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক, এসএমসি, পিটিএ, অভিভাবক, সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি, তাদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা এবং সেই লক্ষ্যে তারা যাতে তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারে সেই জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন মা সমাবেশ, এসএমসি মিটিং, পিটিএ মিটিং, জয়ফুল লার্নিং, সঠিক নিয়মে এ্যাসেম্বলী এর মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন নিয়ে শিক্ষা ওয়াচ কমিটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

উদয়ন টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট:



গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলা পুটিমারী গ্রামে অবস্থিত উদয়ন টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট। এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ট্রেডে ছাত্র/ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। উদয়ন টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটটি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় পরিচালিত হয়। প্রতিবছরে প্রতিষ্ঠানটি সুনাম অর্জন করে। প্রতি বছরের ন্যায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি ও উত্তীর্ণ'র তালিকা নিম্নরূপ:

সাল	সেশন	ভর্তি	উত্তীর্ণ	মন্তব্য
২০২১	জুলাই-ডিসেম্বর	২৪	২৪	
২০২২	জানুয়ারী-জুন	১৪	১২	

জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন





গাইবান্ধা বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত প্রাকৃতিক দূর্যোগপ্রবণ জেলা। নদীভাঙ্গন, বন্যা, খড়া, ঘূর্নিঝড়, শীত, নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। বর্তমানে জলবায়ূ পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি বছর হাজার হাজার একর জমি নদী গর্ভে বিলিন হয়ে যায়। অসময় ও আকষ্মিক বন্যায় প্লাবিত হয় ফসলের মাঠ। ফলশ্রুতিতে, ফসল উৎপাদন হ্রাস, খাদ্য ও কাজের অভাব দেখা দেয়। এছাড়া চরাঞ্চলের অধিকাংশ জমি এক ফসলি হওয়ার কারনে বছরে প্রায় ৪-৫ মাস কৃষিজীবী পরিবার তথা কৃষি শ্রমিকদের অলস সময় কাটাতে হয় অথবা অন্যত্র কাজের সন্ধানে বেড়িয়ে যেতে হয়। জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নে উদয়ন বিভিন্ন কর্মসূচী পরিচালনা করে আসছে যা, এসডিজি-১ অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

১. কুটির শিল্প (হস্তশিল্প)
২. স্কিন প্রিন্ট/ব্লগ বাটিক
৩. এমটিবি এজেন্ট ব্যাংক
৪. সেবা ট্রেডার্স

কর্মসূচির এ্যাপ্রোচঃ

প্রান্তিক জনগোষ্ঠির বিশেষ করে নারীদের আয় বৃদ্ধিতে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প গ্রহণ এর মাধ্যমে আয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।





আমেরিকান অর্গানাইজেশন Call for Humanity'র সহায়তায় সাঘাটা উপজেলার প্রায় ২০ টি দরিদ্র্য ও অসহায় পরিবারের মাঝে ৫০টি করে হাঁস বিতরণ করা হয় তাদের জীবন-জীবীকার মানোন্নয়নের জন্য।



মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটি (MCC) বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় ১৪ জুন ২০২১ তারিখে "Strengthoning Food Security and Livlihood For the Vulnerable" প্রকল্পের অবহিত করণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডলের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ তুহিন হোসেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মিঠুন (কুন্ডু)। উপজেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ড. মোঃ নাজমুল ইসলাম এবং ৬ নং ঘুড়িদহ ইউনিয়নের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে ২৭ জন পুরুষ ও ৮ জন নারী সহ মোট ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

হাঁস পালন

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার আয়োজনে ও মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটির বাস্তবায়নে এসএফ এস এল ভি প্রকল্পের আওতায় ৩৬০ জন উপকারভোগীর মধ্য হতে ১০ জন উপকারভোগীকে হাঁস প্রদান করা হয় । তাহাদেও আর্থিক ভাবে অসচ্ছল এমন ১০ সুবিধা ভোগি নির্বাচিত সুবিধা ভোগিদেও আর্থিক ভাবে স্বাভলম্বী করে তোলার জন্য তাদের মধ্যে ১০টি করে হাঁস বিতরণ করা হয়। শর্ত থাকে যে, হাঁস ডিম দেওয়ার পর ১০ টি হাঁসের বাচ্চা নতুন একটি সদস্য কে প্রদান করবেন। এ ভাবে এক সময় ৩৬০ জনের নিকট প্রকল্পের হাঁস পৌছে যাবে । প্রকল্পে থেকে নির্দৃষ্ট সময়ে হাঁসের টিকা প্রদান করা হয়।



পেঁপের চারা বিতরন

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার আয়োজনে ও মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটির বাস্তবায়নে ঘুড়িদহ **ইউনিয়নে ১৮ টি দলে** ৩৬০ জন উপকারভোগীকে পুষ্ঠির চাহিদা পুরনের লক্ষে৫ টি করে মোট ১৮০০ টি পেঁপের চারা বিতরন করা হয় । উঠান বৈঠকের মাধ্যমে চারা লাগানোর ৭ দিন গর্ত তৈরী , সেখানে জৈব সার প্রদান ও অবশেষে পেঁপের চারা রোপন।



কারিগরি প্রশিক্ষন প্রদান

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার আয়োজনে ও মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটির বাস্তবায়নে এসএফ এস এল ভি প্রকল্পের আওতায় গরীব অসহায় পরিবারের আর্থিক সচছালতা আনায়ন ও আয়মুখী কার্যক্রমে অংশগ্রহন বৃদ্ধিকল্পে ৫ জন উপকার ভোগীকে সেলাই প্রশিক্ষন ,২ জনকে অটোমোবাইল, ২ জনকে করা হয় কম্পিটার প্রশিক্ষন প্রদান । সেলাই প্রশিক্ষন প্রদান করেন মোছাঃ লাভল বেগম , অটোমোবাইল প্রশিক্ষন প্রদান আখিঁ অটো রিপেয়্যারিং সেন্টার , কম্পিটার প্রশিক্ষন প্রদান উদয়ন টেকনিকেল ইনইষ্টিটিউট ।



ভার্মী কম্পোষ্ঠ প্রদর্শনী

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার আয়োজনে ও মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটির বাস্তবায়নে ঘুড়িদহ ইউনিয়নে ১৮ টি দলে মোট ১৫ টি ভার্মী কম্পোষ্ঠ প্রদর্শনী ১৫ জন উপকার ভোগীর মধ্যে বিতরন করা হয়। এই প্রদর্শনী বিতরনের উদ্দেশ্য হলো জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি ও বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন ।কিভাবে এই সার উৎপাদন করা হয় এবং মাটি উর্বরতার জন্য এই সারের গুরুত্ব কতটুকু তা উঠান বৈঠকের মাধ্যমে উপকার ভোগীর মাঝে আলোচনা করা হয়। এই প্রদর্শনীর জন্য সংস্থা কতৃক ২টি টিন ,২টি রিং ,পলিথিন ,জাল রশি ও বিশেষ ধরনের গোবর খেকো কেঁচো /ভার্মী দেওয়া হয় । প্রতিটি রিং এ ২৫০ টি কেঁচো দেওয়া হয় । ৪৫ দিন পর এখান থেকে উৎকৃষ্ঠ মানের জৈব সার পাওয়া যায়।





মাঠ দিবস

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার আয়োজনে ও মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটির বাস্তবায়নে ঘুড়িদহ ইউনিয়নে ১৮ টি দলে(মডেল গার্ডেন, ভার্মি কম্পোষ্ঠ ,হাঁস পালন ও কলস পদ্ধিতিতে মিষ্টি কুমড়া চাষ) এ চারটি বিষয়ের উপর মোট ১৭ টি মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। তাদের মধ্যে উক্ত বিষয় গুলোর গুরুত্ব তুলে ধরা হয় ।উক্ত বিষয় গুলো আলোচনা করেন প্রকল্পের উন্নয়ন সহযোগী সুবল চন্দ্র বর্মন ও মমতা খাতুন । তারা বিষয় গুলোর গুরুত্ব বুঝতে পেরে এ কাজ গুলো করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন । ১৭ টি মাঠ দিবসে মোট উপস্থিত ছিলেন ৫৯৫ জন সদস্য ।



কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঃ

ক্রমিক	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
১	হস্তশিল্প, সেলাই ও টেইলারিংয়ে এর মত বিভিন্ন ধরণের আয়মূলক কর্মকান্ডের জন্য লক্ষিত নারীদের সামর্থ ও প্রয়োজন পরিমাপ করা ও কাজের সাথে সম্পৃক্ত করণ।	৬০ জন	৪০ জন	
২	কিশোর- কিশোরীদেরকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান।	২ ব্যাচ	৩০ জন	

ফলাফল ঃ

১. কোভিড-১৯ স্বাস্থ্য বিধি মেনে গ্রামের কর্মহীন নারীরা কাজ শিখে বিভিন্ন কর্মসংস্থানে কাজ করতে সক্ষম হয়েছে।

২. শিক্ষার্থীরা হাতের কাছে স্বল্প টাকায় কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহন করতে পারছে।

জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন



বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়নের কিছু উজ্জ্বল উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের ৫০ বছর বয়সের হিসেবটা মাথায় নিয়ে ভাবলে গোটা নারী সমাজের অবস্থা ও অবস্থান বিশেষভাবে হতাশাব্যঞ্জক লাগে। নারী-পুরুষ উভয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীন করলেও ৫০ বছরেও বাংলাদেশের নারী সমাজ বৈষম্যমুক্ত কোনো দেশ পায়নি। মানে এ দেশটা এখনও নারীর নিজের হয়ে ওঠেনি। এখনও নারীর অগ্রযাত্রার পথে অজস্র প্রতিবন্ধকতা। প্রতিনিয়ত তাকে নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে মোকাবেলা করে টিকে থাকতে হচ্ছে। এমনকি এদেশে এখনও নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নারীরা এখনও পদে পদে বৈষম্যের শিকার হন, তাদের চলার পথে পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। বাংলাদেশের নারীর সমান অধিকারের অন্যতম প্রধান বাধা অবশ্যই পুরুষতান্ত্রিক সমাজমানস। আমাদের সমাজে এখনও পুরুষের প্রাধান্য কদর্যভাবে প্রকট। কন্যাসন্তান জন্ম নিলে এখনও সিংহভাগ পরিবারে বিষাদের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। জন্মপূর্বকাল থেকেই নারীদের উপেক্ষিত হওয়া শুরু হয়, যা চলতে থাকে মৃত্যু পর্যন্ত। চার দেয়ালের বাইরে নারীর স্বাধীন চলাফেরা ও কাজ সমাজ এখনও পছন্দ করে না। সমাজ নারীকে মজুরিবিহীন গার্হস্থ্য শ্রমেই ব্যস্ত দেখতে ও রাখতে চায়, তবে প্রচার করে নারী হল পরিবারের 'বোঝা'।

এই ক্ষেত্রে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা নারী পুরুষের সমতা বিধানে জেন্ডার ইস্যুকে ক্রসকাটিং ইস্যু হিসাবে সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। জনসংগঠন (গ্রাম উন্নয়ন পরিষদ, নারী কণ্ঠ ফেডারেশন, নারী উদ্যোক্তা দল,কমিউনিটি হেল্‌থ সার্কেল, সুফিয়া কামাল ফেলো) তৈরী , সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার বৈষম্য হ্রাস তথা জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে ভুমিকা রাখছে।

কর্মসূচির এ্যাপ্রোচ ঃ

সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত জনসংগঠন তৈরীপূর্বক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্যাম্পেইন, কাউন্সিলিং, এ্যাডভোকেসী ও লবিং এর মাধ্যমে স্থানীয় সেবারমান বৃদ্ধি, সামাজিক ব্যাধি হ্রাস, উন্নয়নকর্মকান্ড ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহন বৃদ্ধি করা ।

এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রান্তিক নারীদের একটি শক্তিশালী সংগঠনের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা অর্জন করা। এই প্রক্রিয়াকে সহজতর করার অন্যতম উপায় হচ্ছে প্রান্তিক নারীদের নেতৃত্বে স্বনির্ভরশীল দল এবং এলাকা ভিত্তিক সংগঠনগুলোর বিকাশ করা। প্রান্তিক নারীদের বিভিন্ন ধরণের সম্পদে প্রবেশাধিকার প্রদান করে প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করা যেতে পারে। স্বনির্ভরশীর দল এবং এলাকা ভিত্তিক সংগঠনগুলি একটি নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে যেখানে প্রান্তিক নারীরা ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্মিলিতভাবে তাদের জীবনকে উন্নত করার জন্য গণতান্ত্রিক উপায়ে কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অনুশীলন করবে এবং বিকাশ করবে। প্রকল্পটি একটি অধিকার ভিত্তিক পন্থা অবলম্বন করে নারীর অধিকারের পক্ষে কথা বলার জন্য এলাকা ভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার অভিপ্রায়। এইভাবে তারা স্থানীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়ার অধিকারী

পরিষেবাগুলিতে তাদের প্রবেশাধিকারকে শক্তিশালী করতে পারে, পাশাপাশি সাধারণভাবে নারীদের প্রতি সম্প্রদায়ের মানসিকতা পরিবর্তন করতে পারে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল

বাস্তবায়নকারী সংস্থা, উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা এবং দাতা সংস্থা বান্ধব এর প্রতিনিধিদের মধ্যে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা সাপেক্ষে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

প্রকল্প এলাকা

প্রকল্পটি গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার ভরতখালী, মুক্তিনগর, ও বোনারপাড়া ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী

প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী হচ্ছে সেইসব নারীরা যেসব নারী তাদের অধিকার অর্জনে এখনো পিছিয়ে রয়েছে। ভরতখালী ইউনিয়নের ২৫০ জন, মুক্তিনগর ইউনিয়নের ২৫০ জন, এবং বোনারপাড়া ইউনিয়নের ২৫০ জন সহ মোট ৭৫০ জন প্রান্তিক ও অবহেলিত নারীদের অংশগ্রহণে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঃ

ক্রমিক	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
১	হস্তশিল্প, সেলাই ও টেইলারিংয়ে এর মত বিভিন্ন ধরণের আয়মূলক কর্মকান্ডের জন্য লক্ষিত নারীদের সামর্থ ও প্রয়োজন পরিমাপ করা ও কাজের সাথে সম্পৃক্ত করণ।	৬০ জন	৪০ জন	
২	কিশোর- কিশোরীদেরকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান।	২ ব্যাচ	৩০ জন	

ফলাফল ঃ

১. কোভিড-১৯ স্বাস্থ্য বিধি মেনে গ্রামের কর্মহীন নারীরা কাজ শিখে বিভিন্ন কর্মসংস্থানে কাজ করতে সক্ষম হয়েছে।
২. শিক্ষার্থীরা হাতের কাছে স্বল্প টাকায় কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহন করতে পারছে।

কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঃ

সুফিয়াকামাল ফেলোদের প্রশিক্ষণ,মিটিং (তথ্যকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি,কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটি,স্কুল ম্যানেজিং কমিটি,সাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মী কর্মকর্তা,নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সহিত)। বাল্য বিবাহ নিরুৎসাহিত করা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহন, বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহন বৃদ্ধিতে ক্যাম্পেইন(র‍্যালী, আলোচনা সভা, মাইকিং, ভিডিও প্রদর্শন, পোষ্টার লিফলেট বিতরন, ইউনিয়ন পরিষদে সিটিজেন চার্টার সরবরাহ) করা হয়।

চ্যালেঞ্জ	ওভারকাম
* ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট প্রণয়নের জন্য সরকার কর্তৃক প্রেরীত নির্দিষ্ট ছক থাকায় নারীর মানবাধিকার ইস্যূতে বরাদ্দটি কোন খাতে সমন্বয় করা যায় না।	* ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নারীর মানবাধিকার ইস্যুতে বরাদ্দ রাখার উদ্যোগ গ্রহনের জন্য সুফিয়া কামাল ফেলোগণ এ্যাডভোকেসী করেছে। *প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে ।

ফলাফল ঃ

ইউনিয়ন পরিষদের বাজেটে নারী বান্ধব প্রকল্প এর বরাদ্ধ সম্পৃক্ত হয়েছে। তথ্য কেন্দ্রের সাথে যৌথ ভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ণ করা হয়েছে এবং সকল তথ্য সার্বিক ভাবে হালনাগাদ করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। ইউনিয়নে হেল্পলাইন সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। উইড কমিটির ছয় মাসের কর্মপরিকল্পনা তৈরী হয়েছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সুফিয়া কামাল ফেলোদের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগীদের কর্ম সম্পর্ক গতিশীল হয়েছে।

সুশাসন ও জনসংগঠন উন্নয়ন :





প্রতিটি সরকারই বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কম-বেশি নীতিমালা তৈরী করলেও নানা সীমাবদ্ধতা ও অবহেলার কারণে বেশির ভাগ নীতিমালাসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন করতে পারেনি, ফলে জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, দায়বদ্ধ সরকারীসেবা তথা সেবায় দরিদ্র মানুষের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিতকরণে সকল পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত না হলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়, অধিকার ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে গরীব, সুবিধাবঞ্চিত নারী-পুরুষের পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব। নাগরিক সংগঠন "লোকমোর্চা", হেলথ ওয়াচ কমিটি, শিক্ষা ওয়াচ কমিটি, সুফিয়া কামাল ফেলো, সামাজিক উদ্যোক্তা দল গঠন ও তাদের এ্যাডভোকেসী কাজে সক্ষমতাবৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীমুলক কার্যক্রম, স্বাস্থ্য সেবা, ভেল্যুচেইন গ্রুপ, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, পন্যের ন্যায্য মুল্য প্রাপ্তি, শিশু অধিকার ও তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নে অগ্রগতিতে জনসংগঠনগুলো সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীদের মাঝে অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে।

এরই ধারাবাহিকতায় উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা দাতা সংস্থা বান্ধব এর সহযোগীতায় গণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়িতকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার ভরতখালী, মুক্তিনগর, ও বোনারপাড়া ইউনিয়নে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী হচ্ছে সেইসব নারীরা তাদের অধিকার অর্জনে পিছিয়ে রয়েছে এমন ভরতখালী ইউনিয়নের ২৫০ জন, মুক্তিনগর ইউনিয়নের ২৫০ জন, এবং বোনারপাড়া ইউনিয়নের ২৫০ জন সহ মোট ৭৫০ টি প্রান্তিক ও অবহেলিত নারীদের নিয়ে জনসংগঠন উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রান্তিক নারীদের একটি শক্তিশালী সংগঠনের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা অর্জন করা। এই প্রক্রিয়াকে সহজতর করার অন্যতম উপায় হচ্ছে প্রান্তিক নারীদের নেতৃত্বে স্বনির্ভরশীল দল এবং এলাকা ভিত্তিক সংগঠনগুলোর বিকাশ করা। প্রান্তিক নারীদের বিভিন্ন ধরণের সম্পদে প্রবেশাধিকার প্রদান করে প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করা যেতে পারে। স্বনির্ভরশীর দল এবং এলাকা ভিত্তিক সংগঠনগুলি একটি নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে যেখানে প্রান্তিক নারীরা ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্মিলিতভাবে তাদের জীবনকে উন্নত করার জন্য গণতান্ত্রিক উপায়ে কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অনুশীলন করবে এবং বিকাশ করবে। প্রকল্পটি একটি অধিকার ভিত্তিক পন্থা অবলম্বন করে নারীর অধিকারের পক্ষে কথা বলার জন্য এলাকা ভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার অভিপ্রায়। এইভাবে তারা স্থানীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়ার অধিকারী পরিষেবাগুলিতে তাদের প্রবেশাধিকারকে শক্তিশালী করতে পারে, পাশাপাশি সাধারণভাবে নারীদের প্রতি সম্প্রদায়ের মানসিকতা পরিবর্তন করতে পারে।

প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

১. জনসংগঠন/ গ্রুপ তৈরি, প্রশিক্ষণ, এ্যাডভোকেসী, লবিং, লিংকেজ, মতবিনিময় সভা ও বিভিন্ন ধরণের ক্যাম্পেইন।

কর্মসূচির এ্যাপ্রোচ ঃ

এই কর্মসূচির কার্যক্রম মূলত: এ্যাডভোকেসীমূলক। মাঠ পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পেইন কার্যক্রম, লবিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিদের সেবারমান বৃদ্ধিতে এ্যাডভোকেসী করা এবং সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে সমস্যা ও সম্ভবনাগুলো কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারকদের সাথে সেমিনারের মাধ্যমে তুলে ধরে তার ইতিবাচক পরিবর্তনে সহযোগিতা করা। প্রয়োজনে নীতিমালা সংশোধনে সুপারিশ করা অন্যতম কাজ।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি :

ক্রমিক নং	কাজের বিবরন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	সংখ্যা
০১	সামাজিক নিরীক্ষা (অতিদরিদ্রের কর্মসংস্থান, ভিজিডি, ভিজিএফ)	২৬০ জন	২৬০ জন	
০২	কমিউনিটি ভিত্তিক সচেতনতা অধিবেশন	০৪	০৪	৪৭ জন
০৩	স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সংলাপ	০২	০২	২০ জন

স্বাস্থ্য উন্নয়ন



বাংলাদেশের অনগ্রসর জেলাগুলোর মধ্যে গাইবান্ধা অন্যতম। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ অত্র এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা। জেলার প্রায় ৬৫-৭০ ভাগ পরিবার দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাস্থ্যপরিচর্যা, স্বাস্থ্যসেবা সর্ম্পকে অসচেতনতার জন্য বিভিন্ন রোগে ভুগে থাকে। দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের, সেবাগ্রহণকারীর প্রতি নেতিবাচক মনোভাব এর কারণে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। সরকারী স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি হতে এই সকল প্রতিবন্ধকতা দুর করে সুবিধা বঞ্চিত নারী ও শিশুর গুণগত স্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন, স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র মানুষদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, গুণগত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির দাবী আদায়ের জন্য কমিউনিটির সামর্থ বৃদ্ধি।

প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

১. স্বাস্থ্য ক্যাম্প।
২. সাঘাটা ডায়াবেটিক সমিতি কার্যক্রম পরিচালনা।
৩. স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক ক্যাম্পেইন।
৪. এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম।

কর্মসূচীর এ্যাপ্রোচ ঃ জনসংগঠণের মাধ্যমে এ্যাডভোকেসি এ্যাপ্রোচ এ, সেবাদাকারীদের জবাব দিহীতা বৃদ্ধি করা জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন, এর মধ্যে যে সকল রোগীর চিকিৎসা প্রদান করা হয় তাদের মধ্যে নিউরোলজী, নাক কান ও গলা, কার্ডিওলজি, হৃদরোগ, মেডিসিন, ও বিনামূল্য ঔষধ বিতরন করা হয়। গ্রামীন জিসি হাসপাতাল এর সহযোগিতায় খামার ধনারুহা দাখিল মাদ্রাসায় বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় । এখানে ৯৭ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে ১৯ জন ছানী অপারেশনের জন্য অফিসিয়াল খরচে বগুড়া গ্রামীন জিসি চক্ষু হাসপাতাল বেদগাড়ী, বনানী বগুড়া ও ডা: ইব্রাহিম চক্ষু হাসপাতাল, শেরপুর, বগুড়ায় নেওয়া হয়।

কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঃ

স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসুচির আওয়াত সাঘাটা উপজেলার মোট ৭ টি ইউনিয়নে প্রায় ১৭০০ রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।

ক্রমিক নং	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
০১	ডায়াবেটিকস পরীক্ষা ও পরামর্শ	১০০০ জন	৫৬০ জন
০২	রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা	১২০০ জন	৪৫০ জন
০৩	প্রেসার মাপা ও পরামর্শ	১০০০ জন	৯৩০ জন
০৪	উচ্চতা অনুযায়ী ওজন ও তাপমাত্রা মাপা	১০০০ জন	৯২২ জন
০৫	অ্যালবুমিন পরীক্ষা	৩০০ জন	২৩০ জন

চ্যালেঞ্জ	ওভারকাম
কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়মিত ও সময়মত খোলা ও সেবা প্রদান	জনসংগঠনগুলোর এ্যাডভোকেসী ও ফলোআপের মাধ্যমে সমস্যার উত্তোরণ হয়েছে।

ফলাফল ঃ

১। স্বাস্থ্য রক্ষা এবং স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। স্বাস্থ্যসেবার জন্য বিনামূল্যে সেবা পাওয়া যায়, সে বিষয়ে সচেতন হয়েছে।

৩। সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। সরকারী স্বাস্থ্যসেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে দরিদ্র জনগোষ্ঠির প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫। সরকারী স্বাস্থ্যসেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিগণের সেবাদানে অধিকতর আন্তরিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬। স্থানীয় জনগণ সঠিকভাবে ডায়বেটিকস পরিক্ষা-নীরিক্ষা করতে সক্ষম হচ্ছে, বিশেষ করে কমিউনিটি ক্লিনিক।

চক্ষু চিকিৎসাঃ

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার আয়োজনে ইব্রাহিম আই কেয়ার সেন্টারের সহযোগীতায় প্রান্তিক মানুষের মাঝে চক্ষু চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

এলাকার নাম	সেবা গ্রহনকারী	সংখ্যা
সাঘাটা, ফুলছড়ি	নারী	৩৫০০
	পুরুষ	৪২০০
	মোট	৭৭০০

দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা



সময় অসময় অনাবৃষ্টি বর্তমান সময়ে জলবায়ূ পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দূর্যোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীভাঙ্গন, বন্যা, খড়া, ঘূর্নিঝড়, শীত, অতিবৃষ্টি, এসব নানাবিধ কারণে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। আমরা দূর্যোগকে রোধ করতে পারিনা কিন্তু দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এর প্রভাব বা ক্ষতির পরিমান হ্রাস করতে পারি। শুধুমাত্র দূর্যোগ প্রস্তুতি, ব্যবস্থাপনা, আগাম বার্তা পদ্ধতি ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দূর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব। উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মএলাকার জনসাধারণের জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপর্যয়ে টিকে থাকার জন্য সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এছাড়া, বন্যা ও নদীভাঙ্গনে দুর্যোগকালীন উদ্ধার কার্যক্রম,জরুরী ত্রাণ বিতরণ ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।



উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার আয়োজনে ও মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটির বাস্তবায়নে জেন্ডার ও ক্লাইমেট চেনজের উপর ২ টি ও দুর্যোগ ব্যবস্তাপনার উপর ১ টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় নারী ও পুরুষের সমতা ,বাল্য বিবাহ ,বহুবিবাহ, নারী নিযার্তন এবং দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি ,দুর্যোগ কালীন ,দুর্যোগ পরবর্তী বিভিন্ন সচেতনতা মুলক দিক আলোচনা করা হয় । এই দিক নিদেশনা মুলক আলোচনা প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সরদার মোস্তফা শাহীন ,উপজেলা ভেটেরিনারী সার্জন ডাঃ আব্দুল মোমিন ,মহিলা বিষয়ক কর্মকতা পবন কুমার ।এ সার্জন ডাঃ আব্দুল মোমিন ,মহিলা বিষয়ক কর্মকতা পবন কুমার ।এ ছাড়া ওয়াক সপে উপস্হিত ঘুড়িদহ ইউনিয়নের মেম্বার ও সংরক্ষিত আসনের সদস্য বৃন্দ বিভিন্ন মতামত প্রদান করেন ।ওয়াকসপে মোট উপস্হিত ছিলেন উপকার ভোগীসহ ১০৩ জন ।

প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ

১. দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ক সচেতনতামুলক কাজ
২. সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ
৩. জরুরী স্বাস্থ্য ক্যাম্প
৪. প্রশিক্ষণ
৫. উদ্ধার কাজে সহায়তা
৬. প্রয়োজনে ত্রাণ ও পূর্ণবাসনের কাজ
৭. পূর্ণবাসনের লক্ষ্যে আয় বৃদ্ধিমুলক প্রকল্প বাস্তবায়ন

কর্মসূচির অ্যাপ্রোচ ঃ

প্রতি বছর বন্যায় যারা ক্ষতিগ্রস্থ্য হয় তাদেরকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে আনা ও বন্যা পরবর্তীতে তাদেরকে আবার আবাসস্থলে ফিরিয়ে দিয়ে আসা হয়। তাদের সাথে সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয়।

চ্যালেঞ্জ	ওভারকাম
দূর্যোগ প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংকট	স্থানীয় এবং বিদেশী সংস্থার সহিত যোগাযোগ করে দূর্যোগ কবলিত জনগণের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়।

ফলাফল ঃ

১. বন্যাকালীন সময়ের জন্য শুকনা খাবার জমা রাখার অভ্যাস
২. বসতভিটা উচুকরণ
৩. উচু স্থানে নলকুপ স্থাপন
৪. জলবায়ু সহনশীল চাষাবাদ

দিবস উদযাপন ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার ৪৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপনঃ



উদয়নের ৪৩ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্মৃতিচারণ, আলোচনা সভা ও ঈদ পূর্ণমিলনী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মিন্টু, অধ্যক্ষ- উদয়ন মহিলা ডিগ্রী কলেজ, মোঃ আনোয়ার হোসেন সাজু, প্রধান শিক্ষক- উদয়ন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ নজরুল ইসলাম জুয়েল, প্রধান শিক্ষক- মুক্তিনগর উচ্চ বিদ্যালয়, মোঃ শহিদুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক- মুন্সিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়। আরও উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক কর্মী, সুধী সমাজ, বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রধানগণসহ সহকারী শিক্ষকবৃন্দ।

বিভিন্ন সমাবেশ ও দিবস উদ্‌যাপনঃ



উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, স্থানীয় প্রশাসন ও জনগনের সহিত সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন করে থাকে। দিবস উদযাপনের জন্য র‍্যালী, সমাবেশ, সেমিনার, মানববন্ধন ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২০২১-২০২২ সালে যে সকল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হলো- ১৫ আগস্ট শোক দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, আন্তর্জাতিক দারিদ্র বিমোচন দিবস, বিশ্ব পরিবেশ দিবস, রোকেয়া দিবস, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, মহান স্বাধীনতা দিবস, মহান বিজয় দিবস, গ্লোবাল এ্যাকশন উইক ও বিশ্ব নারী দিবস সহ আরো অনেক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দিবস।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রমঃ



উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা বিশ্বাস করে, সুস্থ্য সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড চর্চার মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে জনগণের ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব যা অন্যান্য মাধ্যমে সহজে সম্ভব নয়। উদয়ন তাই শুরু থেকে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এর চর্চা ও বিকাশে সহায়তা করছে। কর্মীদের দ্বারা নিজস্ব সাংস্কৃতিক্ব টীম গঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সাংস্কৃতিক দল গঠনে সহযোগিতা ছাড়াও জনসচেতনতার জন্য নাচ, গান, গণ নাটক, জারীগান ইত্যাদির আয়োজন করে থাকে।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঃ





লেখাপড়ার পাশাপাশি শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দৈহিক গঠন এবং শিশুদের আনন্দ বিনোদন লাভের জন্য প্রতি বৎসরের মত ২০২০-২০২১ সালে স্কুল-কলেজ ভিত্তিক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্রীড়ানুষ্ঠানে খেলাধুলার পাশাপাশি শ্রেণী ভিত্তিক ও বিষয় ভিত্তিক সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা, নাচ, গান, কৌতুক ও নাটক অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলের ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষা ওয়াচ কমিটি, এলাকার সুধীজন ও সাধারণ জনগণ এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করেন।

এক নজরে উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা

সংস্থার নাম	ঃ	উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা **(USS)** পুটিমারী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।
যোগাযোগের ঠিকানা	ঃ	গ্রাম ঃ পুটিমারী, ডাকঘর ঃ খামার ধনারুহা, উপজেলা ঃ সাঘাটা, জেলা ঃ গাইবান্ধা-৫৭৬১
মোবাইল নং	ঃ	০১৭১১৪১৩৭৬৫ ০১৭১৩৪৮৪৬৬৯
ইমেইল	ঃ	uss.gaibandha@gmail.com
ফেসবুক	ঃ	www.facebook.com/uss.psg
ওয়েব ঠিকানা	ঃ	www.udayanbd.org
সংস্থার প্রতিষ্ঠাকাল	ঃ	১৮ মে ১৯৭৯
আইনগত বৈধতা	ঃ	সমাজ সেবা অধিদপ্তর ২৬৩/১৯৮১ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ৫৬৬/১৯৯১
সংস্থার ধরণ	ঃ	স্থানীয়
সংস্থার নির্বাহী প্রধান ও পদবী	ঃ	**মোঃ শাহাদত হোসেন মন্ডল** নির্বাহী পরিচালক
সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম এলাকা	ঃ	গাইবান্ধা

প্রধান কর্মসূচীসমুহ ঃ

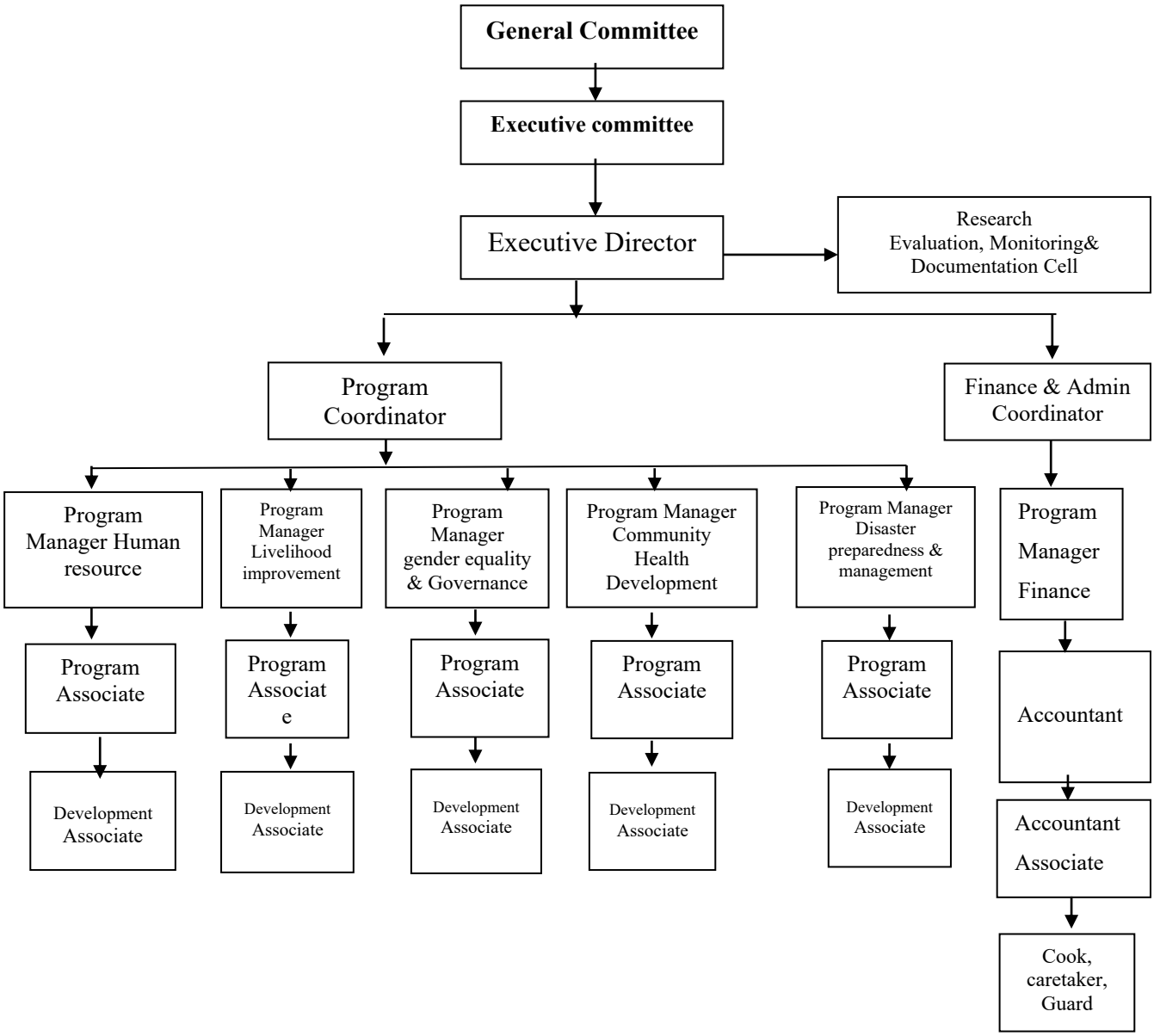
১। শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন
২। জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন
৩। জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন
৪। সুশাসন ও জনসংগঠন উন্নয়ন
৫। স্বাস্থ্য উন্নয়ন
৬। দূর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা

মোট দল ও সদস্য সংখ্যা ঃ মোট দল ঃ ৭৬১ টি, মোট সদস্য ঃ ৯০৫৭জন ,

কর্মী সংখ্যাঃ

ধরন	নারী	পুরুষ	মোট
নিয়মিত	**১৪**	**১২**	**২৬**
সেচ্ছাসেবী	১০০	৫২	১৫২
মোট	১১৪	৬৪	১৭৮

উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থার অর্গানোগ্রাম



নেটওয়ার্কের সদস্য

01. ADAB-Association for Development Agencise in Bangladesh

02. BSAF-Bangladesh Shishu Adhikar Forum
03. VHSS-Voluteery Health Service Socity
04. CAMPE-Campaign for Popular Education
05. CWCS.
06. ALRD-Association for Land reform and Development
07. Governance Coalition.
08. Gaibandha Unnayan Network.
09. NGO Forum forPublic Health.
10. PMS-Prantik Manusher Sanghati
11. BEN-Bangladesh Education Network
12. GNDR